প্রান্তরে আহারদান

মার্ক ৮:১-১০

গত সপ্তাহে, দিকাপলিতে এক অ-ইহুদি বধির-তোত্লাকে সুস্থ করতে আমরা যীশুকে দেখেছি। যীশু যে কেবল এই একটিমাত্র অলৌকিক কাজ সেখানে করেছিলেন, তা নয়। মথির বর্ণনা অনুসারে তিনি অনেক খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলাদের সুস্থ করেন এবং তা দেখে দিকাপলির অ-ইহুদি মানুষেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করে (মথি ১৫:৩০-৩১)। এর ফলস্বরূপ, যীশুর কথা শুনবার জন্য এক বিরাট জনতা, প্রায় ৪ হাজার মানুষের ভিড় যীশুর পিছনে উপস্থিত হয়। যীশু কোন শারীরিক চিকিৎসক ছিলেন না, তাই তিনি তাদের কেবল সুস্থ করলেন, এমন নয়। তিনি তাদের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে চাইলেন। তিনি তাদের শোনালেন স্বর্গীয় বাণী। গালীলের পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যে জনবিহীন নিরালা প্রান্তর ছিল, যীশু তাকেই বেছে নিলেন জনতাকে আত্মিক খাদ্য দান করতে। তাদের এতখানি আত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন ছিল যে, সেই আত্মিক খাদ্য দান করতে যীশুর প্রায় তিনদিন লেগে গেল (২ পদ)।

আত্মিক খাদ্য লাভ করলে আমাদের আর শারীরিক খাদ্যের প্রয়োজন নেই বলে অনেক সময় আমরা ভুল করতে পারি। যীশু সেই ভুলকে প্রশ্রয় দেননি। কারণ, তিনিও আমার-আপনার মত একশো ভাগ মানুষ ছিলেন। তাঁর পার্থিব কার্যের শুরুতে পিতার ইচ্ছা জানতে তিনি ৪০ দিন-রাত এমন প্রান্তরেই অনাহারে প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন। ৪০ দিনের উপবাস তাঁকে ক্ষুধার্ত করেছিল। তাঁর সেই ক্ষুধাকে শয়তান ব্যবহার করে যীশুর পার্থিব কার্যকে বানচাল করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে সর্বদা পিতার ইচ্ছা পালন করেছিলেন। তাই, আমাদের শারীরিক ক্ষুধাকে ব্যবহার করে শয়তান আমাদেরকেও যে প্রলোভন দেখায়, যীশু তা জানেন। তাই, যীশু আমাদের আত্মিক খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক খাদ্যও দিয়ে থাকেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে, মার্ক বা মথি (১৫:৩২-৩৯) উভয়েই প্রথমে জনতার প্রতি যীশুর করুণার কথা উল্লেখ করেছেন। সুসমাচারে আমরা বারংবার আমাদের প্রতি যীশুর করুণার কথা দেখতে পাই। যীশু উপলব্ধি করলেন, তিনদিন যাবৎ যীশুর সঙ্গে থাকায় তাদের কাছে আর কোন খাবার অবশিষ্ট নেই, সেইসঙ্গে এই প্রান্তরে খাবার কেনবারও কোনও উপায় নেই। কিন্তু এই প্রান্তর থেকে বাড়ি ফেরার পথ লম্বা হওয়ায় পথে যেতে যেতে তাদের অনেকে হয়তো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। যীশু তাদের বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করলেন। কেবল উপলব্ধি করা নয়, তা তাঁকে তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট করল, তিনি চাইলেন তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে। অর্থাৎ, হারানো আত্মা বা ক্লান্ত শরীর উভয়ের প্রতিই যীশুর নজর আছে। কারণ তিনিই উভয়ের সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর।

মানুষের দুর্দশা দেখে করুণাবিষ্ট হওয়া যদিও ভালো কথা, কিন্তু সেই দুর্দশা থেকে তাদের উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। যীশু তাদের করুণা প্রকাশ করলেন, তাদেরকে সাহায্য করতে তাঁর মনে ইচ্ছা হল। কিন্তু সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা

কত যে অবাস্তব তা যীশুর শিষ্যরা যীশুকে জানাল, "এখানে প্রান্তরের মধ্যে কে, কোথা থেকে রুটি দিয়ে এত লোককে তৃপ্ত করতে পারবে?" শিষ্যদের এই প্রশ্ন আমাদের অবাক করে। কারণ মার্ক ৬:৩৫-৪৪ পদে আমরা ৫টি রুটি ও ২টি মাছ দিয়ে ৫ হাজার লোককে খাওয়াতে দেখেছি। যীশু কি পারবেন এই প্রান্তরে এত মানুষের ক্ষুধা মিটাতে? যীশু ভালো করে জানেন, প্রান্তরে ৪০দিন যাবৎ অনাহারের পর শয়তানের সকল পরীক্ষার উপর জয়লাভ শেষে পিতা ঈশ্বর কীভাবে স্বর্গদূত প্রেরণ করে যীশুর পরিচর্যা করেছিলেন (মথি ৪:১১)।

অবশ্য এই চ্যালেঞ্জের মুখে যীশু সরাসরি পিতার কাছে প্রার্থনায় না গিয়ে, প্রথমে শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে?" যীশু বলতে চাইলেন, "কোনও অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সমস্যার পরিমাণকে নির্দেশ করে নিজেদের অক্ষমতাকে জাহির না করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে, তোমাদের যা আছে তা দিয়ে সমস্যার সমাধানে ব্রতী হও। তোমাদের যা আছে, তা ব্যবহার কর, দেখ ঈশ্বর তাকে কীভাবে ব্যবহার করেন।" ঈশ্বর কি আমাদের এতখানি নিঃস্ব করেছেন যে কাউকে কিছু দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই?

শিষ্যরা যখন যীশুর কথা শুনে সেই সাতখানি রুটি ও কয়েকটি মাছ যীশুর কাছে আনল, যীশু তাকে ব্যবহার করলেন। ৪ হাজার মানুষের খাবর জুটল ৭টি রুটি আর কয়েকটি মাছ থেকে। তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তারা তা যীশুর কাছে এনেছিল। আমরা কি যীশুর অলৌকিক কাজ দেখতে আমাদের জীবনকে বা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সম্পদকে যীশুর কাছে আনি? না কি, কিছু নেই, এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁর প্রকৃত আশীর্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি?

একই সঙ্গে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যদিও অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি বা অলৌকিক কাজ দেখেছি, তথাপি খুব সহজেই তা আমরা ভুলে যাই। যীশুর শিষ্যরা যেমন ভুলে গিয়েছিল (৬:৩৫-৪৪; ৮:১-১০;৮:১৪-১৭)। অনেক সময় আমরা সহজেই শিষ্যদের সমালোচনা করি, তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করি। কিন্তু, আমরাও যে কতবার তাঁর করুণার কথা ভুলে গেছি, তা দেখি না। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সেদিনের মতো খ্রীস্ট একইরকম আছেন এবং সমস্ত সমস্যার তিনি সমাধান করতে পারেন। তাঁর উপর আমাদের আস্থা স্থাপন করতে হবে;তাঁকে আমাদের সবকিছু সমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর অনুগত হতে হবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)